গাংনীতে ৫০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকা থেকে ৫০ পিস ইয়াবাসহ লাদেন আলী ও ইমন বাদশা নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত লাদেন আলী গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। অপর গ্রেপ্তারকৃত ইমন বাদশা একই উপজেলার চৌগাছা গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে, একটি লাল রঙের পালসার মোটরসাইকেলে করে দুই মাদক কারবারি সাহেবনগর বাজার এলাকায় ইয়াবা নিয়ে আসছে। খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই সাহেবনগর বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়।

পরে সাহেবনগর বাজার সড়কে সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল আরোহীদের গতিরোধ করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় লাদেন আলীর প্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয় এবং দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই রফিকুল ইসলাম আরও জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

‎গাংনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রযুক্তির প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করতে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মো: তরিকুল ইসলাম।

‎অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সুমন চন্দ্র দেবনাথ।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, এনসিপি নেতা মোঃ মুজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকবৃন্দ।

‎অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, উপজেলা একাডেমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুম।মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঘুরে দেখেন অতিথিরা এবং তাদের উৎসাহিত করেন।

‎আয়োজকরা জানান, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তুলতেই এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

‎মেলাটি যৌথভাবে আয়োজন করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)।

গাংনী ও মুজিবনগর থানায় নতুন ওসি নিয়োগ

মেহেরপুর জেলার দুই থানায় নতুন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী ও উত্তম কুমার দাস।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এবং মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উত্তম কুমার দাস।

গাংনীতে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে বজ্রপাতে আলী হোসেন নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহত আলী হোসেন পুরাতন মটমুড়া গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসি ইউনুস আলীর ছেলে। সে বাওট সোলাইমানীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় পুরাতন মটমুড়া গ্রামে একটি মাঠে কয়েকজন বন্ধু মিলে ফুটবল খেলার সময় গুড়িগুড়ি বৃষ্টিপাতের সময় হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে গুরুতর আহত হয় আলী হোসেন।

তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে বামন্দীর একটি স্থানীয় ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা

হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল নির্মাণশ্রমিকের

মেহেরপুরের গাংনীতে তুষার বিশ্বাস (২৭) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মরদেহ তার নিজ শয়নকক্ষ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তুষার বিশ্বাস একই এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তুষার বিশ্বাস পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন।

কয়েকদিন ধরে তার স্ত্রী ববিতা খাতুন মায়ের বাড়িতে অবস্থান

করছিলেন। এছাড়া গতকাল তার বাবা-মা এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান।

আজ বিকেলে তুষারের বাবা মনিরুল ইসলাম বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যুতের একটি ছেঁড়া তার ঘরের মধ্যে রয়েছে এবং তুষার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিছানার ওপর বসা অবস্থায় আছেন।

তিনি ছেলেকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে শরীরে স্পর্শ করলে তুষার বিছানার ওপর পড়ে যান। তখন পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তুষার বিশ্বাসকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি মাঠে জমি চাষ করার সময় সাপের কামড়ে মাহাতাব আলী (৪০) নামের একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সাহারবাটি মাঠে এঘটনা ঘটে। নিহত মাহাতাব আলী হিজলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শামসুল আলীর ছেলে।

‎স্থানীয়রা জানান কৃষক মাহাতাব আলী সকালে জমিচাষ করার সময় জমির আইলে থাকা একটি গর্তে থেকে বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা গ্রামের ইদ্রিস সাপুড়ের কাছে নিয়ে যান।

‎ওঝা ইদ্রিস আলী ৪ ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক করে যখন রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার নাহিদ হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের

ডাক্তার নাহিদ হোসেন জানান, যদি রোগীকে সময় মত নিয়ে আসা হতো তাহলে এন্টিভেনম প্রতিষেধক ছিল দিলে হয়তো বেঁচে যেত। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে পুলিশের একটি টিম গাংনী হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রধান শিক্ষক, চেয়ারম্যান ও কাজী—এক আলমের তিন রূপ !

মু. আলম হুসাইন একাধারে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)।

আইন অনুযায়ী একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিধান না থাকলেও, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের ক্ষেত্রে ঘটছে তার উল্টোটা। তিনটি পদ থেকেই তিনি নিয়মিত নিচ্ছেন সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা।

ত্রিমুখী দায়িত্বের বেড়াজালে পড়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজই ঠিকমতো হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, অন্যদিকে চরম নাগরিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন ইউনিয়নবাসী। অভিযুক্ত চেয়ারম্যান নিজেও এই অব্যবস্থাপনার কথা আংশিক স্বীকার করেছেন।

বিদ্যালয়ে হ য ব র ল অবস্থা

অনুসন্ধানে জানা যায়, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু যোগদানের পর থেকেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধসে পড়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, “হেডস্যার স্কুলে ঠিকমতো আসেন না। সেই সুযোগে অন্যান্য শিক্ষকরাও নিজেদের ইচ্ছামতো স্কুলে আসেন, মন চাইলে ক্লাস নেন। আমাদের কত সুন্দর খেলার মাঠ আছে, অথচ কোনো খেলাধুলা করানো হয় না।”

প্রধান শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, একজন মানুষ একই সাথে পুরো একটা ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন না। দুটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ম্যানেজ করা অসম্ভব। এর ফলে বিদ্যালয়টি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে কারিগরি শাখাসহ প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী এবং ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন, যারা এখন প্রশাসনিক স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

সপ্তাহে ১-২ দিন যান ইউপিতে, সেবা পেতে ছুটতে হয় ‘নিজস্ব অফিসে’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১১ সালে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২ জানুয়ারি তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানেও পদে বহাল আছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, চেয়ারম্যান একই সাথে প্রধান শিক্ষক ও কাজীর দায়িত্ব পালন করায় সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। জরুরি কোনো কাজ বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন হলে নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে গিয়ে কাজ করিয়ে আনতে হয়। এতে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

স্বজনপ্রীতি ও বিধিবহির্ভূত কাজী নিয়োগের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৮ জুন কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত

(Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

কী বলছে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধিমালা?

আইন ও বিধি অনুযায়ী মু. আলম হুসাইনের এই একাধিক পদে থাকা এবং আর্থিক সুবিধা নেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

সরকারি চাকুরিজীবী আইন ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন পদে কর্মরত থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে (যেমন- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা কাজী) নিয়োজিত থাকতে পারেন না। এটি চাকুরির শর্তাবলির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ বিধিতে স্পষ্ট বলা আছে, একজন কাজী সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় সবেতনে (মাসিক বেতন বা আর্থিক সুবিধায়) চাকরি করতে পারবেন না। আলম হুসাইন ২০১৮ সালে সবেতনে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দিয়ে এই বিধি সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোনো জনপ্রতিনিধি একই সাথে সরকারের অন্য কোনো লাভজনক পদে বা সবেতন চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। তদুপরি, সরকারি কোষাগার বা একাধিক উৎস থেকে একই সাথে একাধিক আর্থিক সুবিধা (ভাতা ও বেতন) গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বেআইনি।

অভিযুক্ত ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বক্তব্য

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত মু. আলম হুসাইন অস্বীকার না করে বলেন, “সারাদেশে এমন অনেকেই আছেন। তিনটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সব জায়গায়তেই ঝামেলা যে হয় না, তা বলবো না। তবে আমি সার্বক্ষণিক চেষ্টা করি নাগরিক সেবা দিতে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন মিটিং ও পরীক্ষার কারণে উপজেলা অফিসে যেতে হয়, তাই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হয় না। তবে পরিবেশ ভালো করার চেষ্টা করছি।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো: আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা কাজিপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সরকারি ভাতাটা দিচ্ছি। বিদ্যালয়ের বিষয়টি আমার জানা ছিল না, খোঁজখবর নিয়ে দেখবো। যদি

আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

জেলা রেজিস্ট্রার সালাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, “পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান কাজী নিয়োগ কমিটির সদস্য থাকেন। সেই কমিটিতে থেকে তিনি কীভাবে নিজে কাজী হলেন তা তৎকালীন কমিটিই বলতে পারবে। তবে একজন কাজী অন্য কোথাও সবেতনে চাকরি করতে পারবেন না, এটি নিয়মের পরিপন্থী। লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা মন্ত্রণালয়ে জানাবো এবং নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা নেব।”

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (ডিডি এলজি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “একজন ব্যক্তি কোনোভাবেই সরকারের একাধিক কোষাগার বা উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না। বিষয়টি যেহেতু এখন আমাদের নজরে এসেছে, তদন্তপূর্বক দ্রুত এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

এলাকাবাসীর দাবি, অতি দ্রুত এই অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক এবং ইউনিয়নবাসীকে প্রশাসনিক হয়রানি থেকে মুক্ত করা হোক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাংনীতে সিএফএইচ’র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি (সিএফএইচ)। এ সময় সংগঠনটির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন ২০২৬’।

শনিবার (৬ জুন) সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর ও শহরের বিভিন্ন সড়কের রোড ডিভাইডারে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিএফএইচ’র ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক

মিলি আক্তার বর্ষা, মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক মো. তুহিন, রায়হান রাফি, মিয়াজান আলী, আশিকুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা।

এ সময় বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মিলি আক্তার বর্ষা বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাম ফর হিউম্যানিটি প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন ২০২৬’ এর যাত্রা শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি সবুজ, সুন্দর ও বাসযোগ্য মেহেরপুর গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মামুন অর রশিদ বিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা, পরিবেশ ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সার্বিক দিকনির্দেশনার ফলেই প্রতিবছর এ ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

মিলি আক্তার বর্ষা আরও জানান, এ কর্মসূচি শুধু বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পুরো বর্ষা মৌসুমজুড়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মাঝে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

পাশাপাশি জেলার সর্বস্তরের মানুষকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে ‘বৃক্ষবন্ধু প্রতিযোগিতা ২০২৬’ এর আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “একটি গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গঠনেরও অন্যতম মাধ্যম। তাই সবাইকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।”

কর্মসূচি শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted]

তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান আরও বলেন, “অবৈধ কোনো অনুপ্রবেশ কিংবা পুশইন মেনে নেওয়া হবে না।”